সমকাল

তারিখ 11 JAN ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পে স্কেলের অজুহাতে স্কুলে বেতন বৃদ্ধির হিড়িক

■ কামরান সিদ্দিকী

নতুন বছরের শুরুতেই রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে বেতন বৃদ্ধির হিড়িক পড়েছে। বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির মতোই প্রতি বছর স্কুলের বেতন বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবকদের। এ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকরা। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের অভিযোগও উঠেছে। ইচ্ছামতো বেতন বৃদ্ধি ঠেকাতে স্কুল-কলেজগুলোতে 'বেতন ধার্য ও বৃদ্ধি' বিষয়ে পৃথক নীতিমালা করার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, অষ্টম পে স্কেল অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতেই শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে সরেজমিন এ চিত্র পাওয়া গেছে।

মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গত শনিবার কলেজ সেকশনের এক ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে কথা বলতে গেলে এগিয়ে এলেন আরও একজন। তার দু'সন্তান এখানে পড়ে। এ বছর জানুয়ারি থেকে তাদের মাসিক বেতন ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এ অভিভাবক বলেন, 'এভাবে প্রতি বছর বেতন বাড়লে আমাদের চলবে কীভাবে? সবার অবস্থা কি সমান, বলেন? আমরা গরিবরা বাঁচব কীভাবে! আমাদের জন্য কিছু করেন।' এ প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখাতেও এ বছর ২০০ টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে।

রাজধানীর ফরিদাবাদে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ বছর দ্বিগুণ বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির অভিযোগ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। গত বছর এই স্কুলের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিউশন ফি বাবদ ২৫০ টাকা নেওয়া হলেও এবার তা ৪৫০ টাকা করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এখানে ভর্তি ফিও বাড়ানো হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন ভর্তি ফি ২ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। আর পুনঃভর্তি ফি আদায় করা হচ্ছে ৪ হাজার টাকা। একজন অভিভাবক বলেন, প্রধান শিক্ষকের কাছে বেতন ও ভর্তি ফি বাড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আপনার বাচ্চাকে এখানে পড়ানোর দরকার নেই।' এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা কামাল সমকালকে বলেন, নতুন পে স্কেল অনুযায়ী প্রতি মাসে শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন দিতে ৩৪ লাখ ১২ হাজার ৩৪৪ টাকা প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এ যাবৎ বেতন দিয়েছে ১০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। যে টাকা ঘাটতি থাকে তা এতদিন যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়ে আসছে। এখন থেকে ঘাটতি থাকা অর্থের তিন ভাগের দুই ভাগ দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাকি এক ভাগ বেতন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

নীতিমালা চান অভিভাবকরা

কাকরাইলে অবস্থিত 'উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের রাজিয়া সুলতানা নামে এক অভিভাবক জানান, তার দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তানের বেতন আগে ছিল মাসে ১৩০০ টাকা। এখন সেটা ২১০০ টাকা করা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন– স্কুলের বেতন নিয়ে দেশে কি কোনো নীতিমালা থাকবে না?

এ প্রতিষ্ঠানে ধার্যকৃত বর্ধিত বেতন আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করা না হলে ১৩ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান এবং ১৭ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে অভিভাবক ফোরাম। গতকাল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ফোরাম এ ঘোষণা দেয়। এর আগে বেতন বাড়ানোর প্রতিবাদে গত ৩ জানুয়ারি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন অভিভাবকরা।

বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আবুল হোসেন সমকালকে বলেন, ৪৩২ জন শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফের মধ্যে মাত্র ৩৪ জন এমপিওভুক্ত। অষ্টম পে স্কেল অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। এর পরও ১০ ভাগ বেতন ঘাটতি থাকবে। শিক্ষার্থীদের বেতন ছাড়া তাদের আর কোনো আয়ের উৎস নেই বলে তিনি জানান।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলতি জানুয়ারি মাস থেকে ১শ' টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে। বিগত বছর এ প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে ২শ' টাকা বেতন ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

পে স্কেলের অজুহাতে স্কুলে বেতন বৃদ্ধির হিড়িক

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বাড়ালে অভিভাবকরা আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ ১শ' টাকা বৃদ্ধি করে। এখন নতুন করে ১শ' টাকা বেতন বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন অভিভাবক। শান্তিনগরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েও জানুয়ারি মাস থেকে বেতন ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। এ স্কুলে বেতন ছাড়াও কোচিং ফি বাবদ আদায় করা হয় এক হাজার ২০০ টাকা। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীতে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে টিউশন ফি তিন গুণ করা হয়েছে। গত জুলাই '১৫ সালে বাংলা ভার্সনে টিউশন ফি ছিল এক হাজার ৭০০ টাকা। আগস্ট মাসে তা দ্বিগুণ করা হয় তিন হাজার ৪০০ টাকা। এর এক মাস পরই অক্টোবরে টিউশন ফি আরও ১৭শ' টাকা বাড়িয়ে করা হয় ৫ হাজার ১০০ টাকা। এভাবে টিউশন ফি বাড়িয়ে বিশাল অঙ্কের বাণিজ্যে নেমেছে প্রতিষ্ঠানটি– সমকালের কাছে এমনই অভিযোগ করেছেন একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। এদিকে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি নীতিমালা থাকলেও কিন্ডারগার্টেনে কোনো নীতিমালা নেই। সেখানে চলছে ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি আদায়। রাজধানীর বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলে প্লে থেকে নার্সারিতে উঠেছে এমন এক ছাত্রের পিতা সমকালকে বলেন, শুধু পুনঃভর্তি ফি বাবদ আদায় করা হয়েছে সাড়ে ১৬ হাজার টাকা। এ ছাড়া বই-খাতাসহ আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে ত ২০ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : এসব বিষয়ে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, ভর্তি নীতিমালা করায় আংশিক এমপিওভুক্ত স্কুল ৫ হাজার ও পূর্ণ এমপিওভুক্ত স্কুল ৮ হাজারের বেশি ভর্তি ফি নিতে পারে না। তবে তারা বছর বছর বেতন বৃদ্ধি করছে। এ জন্য 'বেতন ধার্য ও বেতন বৃদ্ধি'র জন্য আলাদা নীতিমালা করার দাবি জানান তিনি। এসব বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সমকালকে বলেন, বেতন নির্দিষ্ট না করে দিলে স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদ কথা শুনবে না। তারা বেতন বাড়াতেই থাকবে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষার্থীদের বেতন নিয়ে নীতিমালা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।